R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-৯৫৩২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গতঃ শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এম বি পাম্পসেট
চাষীভাইদের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে।
পরিবেশক :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
২৯ ৩০শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২০-২৭ অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
৬-১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭৮ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

কংগ্রেস গেলেও টাটা-বিড়লা-গোয়েঙ্কার সরকার চলছে

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১০ ডিসেম্বর—রাজ্যের কারা ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় আজ এখানে বলেন, কংগ্রেস চলে গেলেও কেন্দ্রে টাটা-বিড়লা-গোয়েঙ্কাদের সরকার চলছে। জনতা সরকারের আমলে তাদের পুঁজি বহুগুণ বেড়ে গেছে। এই অবস্থায় চীন ও ভিয়েতনামের পথে সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য কৃষক-শ্রমিকের সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। রাজনৈতিক সংকীর্ণতার দরুণ ফরাক্কায় শ্রমিক আন্দোলন ব্যাহত হয়েছে, ১৯৬৭র পর থেকে বিভেদের ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। দেবব্রতবাবু ফরাক্কা ব্যারেজ ষ্টাফ এণ্ড ওয়ার্কমেনস্ ইউনিয়নের সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। এই সংগঠনটি আজই জন্মলাভ করে। গান্ধীজীর উদ্ধৃতি দিয়ে দেবব্রতবাবু বলেন, ত্রিশ বছর ধরে যে সরকার অমানুষ গড়ে গিয়েছে, সেই সরকার 'শয়তানের সরকার'। কাজেই দলমতনির্বিশেষে সবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ভেঙে চুরমার করে দিতে হবে। ফরাক্কার শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গতঃ দাবি আদায়ের জন্য তিনি সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সদ্যগঠিত ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জানান, ফরাক্কা ব্যারেজের সমস্ত ওয়ার্ক চারজড কর্মীদের রেগুলার এবং সকলকে পেনসনের আওতায় আনার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। এজন্য ইউ টি সির পক্ষ থেকে সমস্ত দলকে আহ্বান জানানো হবে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি দাবি না মানেন, তবে কেন্দ্রীয় সেচ ও কৃষি মন্ত্রকের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হবে। তিনি আরো

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বামফ্রন্ট চার হাজার চাকরি দেবে

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১০ ডিসেম্বর—ফরাক্কা ব্যারেজ ষ্টাফ এণ্ড ওয়ার্কমেনস ইউনিয়নের সভায় ভাষণ দিতে এসে রাজ্যের কারা ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় আজ এখানে কিছুক্ষণের জন্য সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হন। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, মুর্শিদাবাদ ও মেদিনীপুর জেলায় পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের সভাপতি নির্বাচন এ মাসের শেষ দিকে অনুষ্ঠিত হবে। ইতিপূর্বে বন্যার জন্য এই দুটি জেলায় ওই দুটি নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়। তিনি জানান, বন্যার পর গ্রামীণ কর্মপ্রকল্পে ২৫ হাজার টাকা ও ২৫০০০ কুঃ গম এবং গ্রামীণ পুনর্গঠন প্রকল্পে ৫০ হাজার টাকা ও ৫০ হাজার কুঃ গম মঞ্জুর করা হয়েছে। গৃহনির্মাণ খাতে মুর্শিদাবাদ জেলা পেয়েছে ৪৬ লক্ষ টাকা এবং পঞ্চায়েতের রাস্তা সংস্কারের জন্য ৩৬ লক্ষ টাকা। শেষোক্ত প্রকল্পের ১৮ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যে এসে পৌঁছেছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় ২৫৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেকটিতে একজন করে 'জব এ্যাসিসটেন্ট' নিয়োগ করা হবে। সেজন্যে এস ডি ও, বি ডি ও, ডি পি ও, এম এল এ, পঞ্চায়েত সমিতির

(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ডাকাতি, ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ, গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা : ৫ ডিসেম্বর গভীর রাত্রে সাগরদীঘি থানার জিনদীঘি গ্রামে রওশুন মণ্ডলের বাড়ীতে একদল সশস্ত্র ডাকাত হানা দিয়ে এগারটি বোমা ফাটিয়ে সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে যায় বলে জানা যায়। একজন গ্রামবাসী ডাকাতদের লক্ষ্য করে পাঁচ রাউণ্ড গুলি চালান। কিন্তু সে গুলিচালনা নিস্ফল হয়।

পুলিশ সূত্রের খবরে প্রকাশ, ৪ ডিসেম্বর রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ থানার দফরপুর-রওজাপাড়ায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে একদল ডাকাত দফরপুর মালোপাড়ার একটি পরিত্যক্ত গুদামে জড় হয়ে বোমা তৈরী করতে থাকলে একটি বোমা ফেটে গিয়ে তিনজন ডাকাত আহত হয়। রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে চরকার অশোক দাসসহ আহত তিনজন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করে এবং সাতটি তাজা বোমা আটক করে। ধৃত ডাকাতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

তিনি সত্যিই হতভাগ্য পিতা,নাকি প্রতারক ?

সত্যনারায়ণ ভকতঃ আমি বা আমরা জানতে পারলাম না, রঘুনাথগঞ্জ শহর বা ফরাক্কা বাঁধ উপনগরীর কেউ জানতে পারলেন না, তিনি সত্যিই দুর্ঘটনায় আহত একমাত্র পুত্রের হতভাগ্য পিতা অথবা একজন প্রতারক ? ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল গত শুক্রবার, ৮ ডিসেম্বর, বিকেল পৌনে চারটায় ফরাক্কা বাসষ্ট্যাণ্ডে। তিনি বলেছিলেন শ্যালকের বিয়ে সেরে দার্জিলিং থেকে ওই দিন তিনি স্ত্রী ও পুত্রের সঙ্গে প্রাইভেট কারে করে কলকাতা ফিরছিলেন। পথে রায়গঞ্জ শহরে ঢোকার মুখে চৌমাথার মোড়ে সামনের চাকা ফেটে গাড়ীটি উল্টে যায় এবং তাঁরা সকলে অল্পবিস্তর জখম হন। তার মধ্যে তাঁর পুত্রকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রায়গঞ্জ সেনগুপ্ত নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়। তার জীবন ফিরে পাবার জন্য প্রয়োজন 'ও-নেগেটিভ' গ্রুপের তিন বোতল রক্তের। হাতের আংটি ও ঘড়ি বিক্রী করে তিনি নাকি রায়গঞ্জ ও মালদহ থেকে দু'বোতল রক্ত কিনে

(পঞ্চম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

২য় প্রধান ডাকঘর রঘুনাথগঞ্জেই হল

বিশেষ প্রতিনিধি : সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার দ্বিতীয় প্রধান ডাকঘরটি রঘুনাথগঞ্জেই স্থাপিত হল। পয়লা ডিসেম্বর থেকে ডাকঘরটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছে। জিয়াগঞ্জ, লালগোলা, ভগবানগোলা, সালার, ফরাক্কাসহ জেলার ২১টি সাব পোষ্টঅফিস ও তার শাখা ডাকঘরসমূহ এই ডাকঘরের আওতায়-এসেছে। ওই সমস্ত ডাকঘরের সঙ্গে প্রধান ডাকঘরের সরাসরি ডাক ব্যবস্থা চালু হয়েছে এবং এখনকার একবারের জায়গায় দু'বার ডাক বিলি ব্যবস্থা চালুর চেষ্টা চলছে বলে জানা গেছে। রঘুনাথগঞ্জে দ্বিতীয় প্রধান ডাকঘরটি স্থাপিত হওয়ায় ১৬ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

টেণ্ডার নিয়ে ধস্তাধস্তি

ধুলিয়ান, ১০ ডিসেম্বর—গতকাল রঘুনাথগঞ্জে জঙ্গিপুর একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে ধুলিয়ান থেকে কুতুবপুর পর্যন্ত ৮০ লক্ষ টাকার গঙ্গা-ভাঙন প্রতিরোধ প্রকল্পে টেণ্ডার দাখিল নিয়ে মালদা গ্রুপ ও ধুলিয়ান গ্রুপ ঠিকাদারদের মধ্যে ধস্তাধস্তি ও হাতাহাতি হয় এবং দরপত্র ছিঁড়ে ফেলা হয় বলে খবর পাওয়া যায়। গতকালই টেণ্ডার দাখিল ও খোলার শেষ তারিখ ছিল। ৫৬০টি টেণ্ডার জমাও পড়ে। ধুলিয়ান গ্রুপ ঠিকাদারদের পক্ষ থেকে প্যাক্ট হয়ে কাজের আপত্তি জানানো হয়। তাঁরা মনে করেন, এভাবে কাজ করলে অবৈধ লেনদেনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ইতিপূর্বে তাঁরা জলপাইগুড়ি ও মালদায় ঠিকাদারদের মধ্যে প্যাক্টে দুর্নীতির নজীর সৃষ্টি হতে দেখেছেন। এই নিয়ে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে ধুলিয়ানের ঠিকাদারদের কথা কাটাকাটি হয়।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০, ২৩শে অগ্রহায়ণ বুধবার, '৮৫।

মশক, মস্তিষ্ক প্রদাহ

সাম্প্রতিককালে অন্যান্য সংবাদের মত মশক একটি শীর্ষনাম। সংবাদ-পত্রের পাতায় তাহার নিত্য শতনাম। আর দিবারাত্র তাহার সুরসম্বলিত পক্ষ বিধুনন। সে যাহাই হউক, রাসভ-রাগিনী অপেক্ষা মশক রাগিণী শ্রুতি সুখকর না হইলেও কর্ণযন্ত্রণা হইতে মর্মযন্ত্রণার উদ্রেক ততখানি করে না। অবশ্য তাহার সুচতুর দংশন এবং দংশন হইতে মস্তিষ্ক প্রদাহ এবং তাহা হইতে ভবলীলা সংবরণ যে অপ্রতিরোধ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমরা এনকেফেলাইটিস রোগের কথা বলিতেছি, যাহার বাংলা প্রতিশব্দ করা হইয়াছে মস্তিষ্ক প্রদাহ। প্রচণ্ড জ্বরের সহিত দাবানলের ন্যায় মস্তিষ্ক যন্ত্রণা হইলেই আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু ঘটে। এই কালান্তক রোগকে সম্মুখ সমরে পরাভূত করিবার মত নিরাময়-কারী কোন বাণ আমাদের দেশে নাকি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

জানা গিয়াছে, চড়ুই এবং শূকরের রক্ত হইতে এক শ্রেণীর মশক এই রোগের জীবাণু বহন করে। সেই মশক মানবদেহে দংশন করিলে রোগ সংক্রামিত হয়। এবং সেই রোগে মৃত্যু অনিবার্য হইয়া পড়ে।

জাপানীরা নাকি ইহার প্রতিষেধক বাহির করিয়াছে। রোগটিও তাহাদের দেশ হইতে আমদানী হইয়াছে। তাহাদের দেশ হইতে প্রতিষেধক টীকা আমাদের দেশে আসিয়াছে; প্রয়োজনের তুলনায় তাহা নিতান্তই অন্যূন।

এতদঞ্চলে মস্তিষ্ক প্রদাহ রোগের প্রাদুর্ভাবের সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই। আপাততঃ প্রতিবেশী জেলা বীরভূমসহ পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে এবং কয়েক শত মানুষের জীবনহানি ঘটিয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। অবশ্য এতদঞ্চলে রোগ হয় নাই বলিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকা যায় না। তাহা ছাড়া সাধুজনে বলেন সাবধানের মার নাই। মশক যখন এই কালান্তক রোগের বাহক, তখন তাহাকে বিনাশ করাই প্রাথমিক কাজ। কারণ নিরাময় অপেক্ষা নিবারণ উৎকৃষ্ট পন্থা। এই সকল চিন্তা করিয়া জঙ্গিপুর পৌরসভা তথা মহকুমার জনগণ (জেলারও) মশক দংশন হইতে পরিত্রাণ লাভের আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িয়াছেন।

ভাবনার এবং উদ্বেগের কারণ অবশ্যই আছে। পৌরসভাগুলির সর্বত্র পুকুরের পানা এবং নর্দমার পূতিগন্ধময় আবর্জনায় অবাধে মশকের বংশবৃদ্ধি ঘটিতেছে। সেই তুলনায় পৌরসভা এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্তব্যকর্ম পরিলক্ষিত হইতেছে না। অথচ এই দুই সংস্থার যৌথ উদ্যোগে মশকের বংশ রোধ আশু প্রয়োজন। দেশ জুড়িয়া যখন মশকের বিরুদ্ধে পাল্টার লড়াই চলিতেছে, তখন স্থানীয় পৌরসভা ও জনস্বাস্থ্য বিভাগ নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া জনসাধারণ ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা জানিতে চাহিতেছেন, কালান্তক রোগের প্রাদুর্ভাব রোধে কাহারও কি মাথাব্যথা নাই?

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

যাত্রা ও ক্লাব—১

১৫ নভেম্বর তারিখের পত্রিকায় প্রকাশিত সুচেতা ব্যানার্জির 'যাত্রা ও ক্লাব' প্রসঙ্গে চিঠিটি পড়ে বিশেষ উৎসাহিত হলাম। উপযুক্ত সময়ে এই ধরনের মূল্যবান চিঠি প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানাই। যাত্রাকে ব্যবসায় পর্যায়ে নিয়ে যে কদর্য অপসংস্কৃতির জোয়ারে ক্লাবগুলিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেই মুহূর্তে এই চিঠি প্রকাশের যথেষ্ট মূল্যায়ন রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন মহল যদি সক্রিয়ভাবে ক্লাবগুলিকে প্ল্যাটফর্ম করে যাত্রা-ব্যবসা বন্ধ করার ব্যবস্থা করেন তবেই সত্যি-কারের কিছু কাজ করা হবে।

—শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, জঙ্গিপুর।

॥ ২ ॥

সুচেতা ব্যানার্জির সময়োচিত এবং স্পর্ধাপূর্ণ চিঠিটির জন্য ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। প্রতি বৎসর প্রচুর নামী ও দামী যাত্রাপার্টি শুধু নয়, অনেক চ্যারিটি শো আমাদের এই ছোট্ট শহরে হয়ে আসছে তথাকথিত কতগুলো ক্লাবের সহায়তায় যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু আমাদের এটাও ভাবতে হবে যে, শুধু শুধু কতকগুলো মনোরঞ্জন-কারী অনুষ্ঠান করাই আমাদের শেষ কর্তব্য নয়। যদি কিছু উন্নয়নমূলক ও গঠন মূলক কাজ এই সাথে আমরা না করি ঐ উপার্জিত অর্থে তবে লোকে যদি আমাদের ক্লাবকে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বলে অভিহিত করে তবে সত্যিই কি আমাদের কিছু বলার আছে? আসুন না—আজ সকলে দলাদলি, ভেদাভেদকে দূরে ঠেলে রেখে ঐ উপার্জিত অর্থের একটা মোটা অংশ দিয়ে আমাদের এই শহরে গঠনমূলক কাজ করি। আমরা তো মনে হয়, এতে সুচেতা ব্যানার্জির মত অনেকেরই উৎসাহ ও সহযোগিতা আমরা পাবই। —অঞ্জন সরকার, জোতকমল।

জীবন ও জীবিকা রক্ষার সংগ্রাম

বিশেষ প্রতিবেদক : জঙ্গিপুর পুরসভার সব থেকে অবহেলিত ১০নং ওয়ার্ডের ধনপতনগর পল্লী। সেখানকার অমিত পরিশ্রমী কৃষিজীবীরা এলাকা-টিকে ভূমিজ উৎপাদনে সম্পদশালী করে তুলেছেন। পুরুষ-মহিলা প্রত্যেকেই এখানে চাষের কাজে অংশ-গ্রহণ করেন। উৎপাদিত শাক-সব্জী প্রধানতঃ রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গিপুর, সাগর-দীঘি, বাড়ালা, পাইকর, মুরারই থেকে শুরু করে সুদূর দুর্গাপুর, আসানসোলের বাজারগুলিকে ভরিয়ে রাখে সারা বছর। এখানকার পরিশ্রমী চাষীরা একদিকে যেমন উৎপাদনে অংশগ্রহণ করেন; অপরদিকে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিক্রির ব্যাপারগুলি নিজেরাই সমাধা করেন। রাঢ় ও বাগড়ীর গভীর অভ্যন্তরের গ্রামগুলিতেও এঁরা নিত্য যাতায়াত করেন। ভৌগোলিক ও অর্থ-নৈতিক দিক থেকে তাই ধনপতনগরের গুরুত্ব কায়েমী স্বার্থ-বাদীদের আতঙ্ক।

ভাগীরথীর পূর্ব তীর সংলগ্ন ধনপতনগরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও বিশাল এবং নিজগুণে সমৃদ্ধ। এই ঐতিহ্যের ধারা বহমান, লোকায়ত সংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় জগতে। আলকাপ, কীর্তন, গাজনের সুর আর নবান্নের ব্যঞ্জনার মধুর ধ্বনি প্রবাহের স্থানীয় উৎসমুখ ধনপতনগর। বাংলার আলকাপের দিক্‌পাল এবং লোক-সংস্কৃতির অন্যতম গুণীজন ধনঞ্জয় সরকার (ঝাকুস্থ) ভরিয়ে তুলেছেন ধনপতনগরের সুরের ভাণ্ডার। যার আস্বাদ গ্রহণের জন্য লোকসংস্কৃতির গুণী গবেষকের দল তাঁদের মূল্যবান দলিলে বিধৃত করেন এই সুরনগরকে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ পণ্যে রাঢ়-বাগড়ীর সেতুবন্ধন করেছেন ধনপত-নগরের স্বভাবশান্ত মানুষ। অপ-সংস্কৃতির নন্দী-ভৃঙ্গীরা তাই আর স্থির থাকতে পারছে না। একের পর এক আক্রমণ নেমে আসছে এই পল্লীর মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর। ফসলের চিরকালের শত্রু গোয়ালাদের একাংশকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে এদের রুটি, রুজি ও জীবনের নিরা-পত্তা বিঘ্নিত করার কাজে। আক্রান্ত মেহনতী তিনজন কৃষক এখনও জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে আশঙ্কা-জনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। দুই জন চিকিৎসান্তে গৃহে ফিরে এসেছেন। দুর্বৃত্তের দল সুযোগ বুঝে অসহায় মুহূর্তে আক্রমণ হানছে। সহায়-সম্বল কেড়ে নিচ্ছে, আহত ও রক্তাক্ত করছে সুরনগরের মাটি ও মাকে।

কৃষকের পক্ষে পুলিশের ভূমিকা কেরাণীর কাজেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রশাসন অদ্ভুত রকমের নীরব। কায়েমী স্বার্থবাদীরা নানা রকম উস্কানি দিচ্ছে প্রকাশ্যেই। আর এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কৃষি বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর হয়ে ঘুমঘোরে গোয়ালাদের দিকে সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

এগুলির প্রতিবাদ করেছেন সমস্ত কৃষিজীবী সাম্প্রতিক এক মিছিলে। দুই সহস্রাধিক কৃষকের প্রতিজ্ঞামুখর মিছিল জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জ শহর পরিক্রমা করে ফসলের শত্রুদের অবি-লম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়েছে। জঙ্গিপুর মহকুমা শাসককে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে যে, এক-তরফা শান্তি বজায় রাখা সম্ভব নয়। অবিলম্বে ঔদাসীন্য কাটিয়ে প্রশাসনের সক্রিয় হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে। মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে 'অসুরের হাত থেকে সুরনগর রক্ষা করার' প্রতিজ্ঞা।

গোয়েঙ্কার সরকার চলছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানান, জানুয়ারী মাস থেকে ছাঁটাই-এর জন্য ব্যারেজের ১৪০ জন মাষ্টার রোল কর্মীকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এই নোটিশের প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। সভায় পৌরোহিত্য করেন ডি ভি সি ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েসনের সম্পাদক এস আর সেনগুপ্ত।

চার হাজার চাকরি দেবে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সভাপতি—এদের নিয়ে পাঁচ সদস্যের বোরড গঠন করা হবে। এই বোরডের মাধ্যমে রাজ্যের ৩২৪২ গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩২৪২ জনকে চাকরি দেওয়া হবে। এ ছাড়াও রাজ্যের ৩২৪টি ব্লকের প্রত্যেকটিতে একজন করে এ্যাকাউন্টেন্ট নিয়োগ করা হবে ৪০% .প্রামে.- সন ভিত্তিতে ও ৬০% সরাসরিভাবে। এগুলি ছাড়াও 'জব ওয়ারকার' নিয়োগের কথা চিন্তা করা হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার এভাবে চার হাজার চাকরি দেবে। দেবব্রতবাবু জানান, বামফ্রন্ট সরকার ইতিমধ্যে বহুসংখ্যক শিক্ষিত দফাদার ও চৌকিদারদের পঞ্চায়েত সচিবের পদে নিয়োগ করেছেন। ফলে তাঁদের বেতন অনেক বেড়েছে। এই সরকার চৌকিদার-দফাদারদের বেতন ২৭ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬৫ টাকা করেছেন।

মহরমের মিছিলে মৃত্যু

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১২ ডিসেম্বর—গতকাল ফরাক্কা থানার বল্লালপুরের কাছে ৩৪নং জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে যখন একটি মহরমের মিছিল যাচ্ছিল, সেই সময় কলকাতাগামী একটি লরি ওই মিছিলের তিনজনকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। ফলে ঘটনা-স্থলেই একজনের মৃত্যু ঘটে, বাকী দু'জন গুরুতরভাবে জখম হয়। দুর্ভাগ্য-জনক এই ঘটনা বাদে জঙ্গিপুর মহকুমার সর্বত্র শান্তিপূর্ণভাবে পবিত্র মহরম উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

প্রগতির পথে ডানকানস্

বিগত ১৩০ বছর ধরে ডানকানস্ সমানে প্রসারিত হচ্ছে। আমাদের কাজের ধারা বদলে যাচ্ছে, কাজের অঞ্চল বেড়ে উঠছে। পূর্বে আমরা কেবল চা উৎপাদন করে নীলামে সেই চা বিক্রী করতাম। তারপর নিজেদের নামে ছোট পেটির চা বাজারে ছাড়লাম। এরপর প্যাকেটের চা। নিজেরাই বড় চা-উৎপাদক হওয়ার ফলে আমাদের টাটকা চা-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হল আপনাদের পছন্দে। চা প্রস্তুতকারক এবং বিক্রেতা হিসাবে আপনাদের সমাদর অর্জন করলাম আমরা।

কিন্তু আমরা ওখানেই থেমে থাকলাম না। আমরা চায়ের পাশেপাশে সিগারেট তৈরী এবং তার বিক্রী শুরু করলাম। আপনারা পছন্দ করলেন আমাদের উঁচু মানের সিগারেট 'রিজেন্ট', অত্যন্ত জনপ্রিয় হল 'নাম্বার টেন'। এবার এদের মিলিয়ে দেখুন আমাদের চায়ের ব্র্যাণ্ডগুলির সঙ্গে। আমাদের চায়ের ব্র্যাণ্ড? 'রাংলি রাংলিয়ট', 'মুঘল সেলিউট' এবং রয়্যাল আসাম।

হয়তো বলা যায় চা এবং সিগারেট বেশ আলাদা আলাদা অঞ্চলের সামগ্রী। এদের সুষ্ঠু পরিবেষণার জন্য বিশেষ গবেষণা, মুনশিয়ানার প্রয়োজন। উভয়ের জন্যই চাই বহুদিনের অভিজ্ঞতা, উৎপাদন এবং পরি-বেষণার জ্ঞান এবং আয়োজন।

খুবই সত্যি কথা, তাই আমরা মেপে মেপে যথেষ্ট বিবেচনার সঙ্গে চায়ের ব্যবসায় আমাদের সুদীর্ঘ ১৩০ বছরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগালাম। চা-শিল্পে আমাদের অভিজ্ঞতা পদে পদে সিগারেটের ব্যবসার কাজে লাগল। সেই তামাকের ক্ষেত্র থেকে দোকানে বিক্রীর স্তর অবধি। বোঝা গেল কিভাবে এক অঞ্চলের প্রসার ক্রমান্বয়ে অন্য অঞ্চলের প্রসারকেও মদত দেয়, তাকে সম্ভব করে তোলে। আমরা ডানকানস্ এ্যাগ্রো-ইনডাস্ট্রীজ্ লিমিটেড্ তার প্রমাণ পেয়েছি।

DUNCANS

ডানকানস্ অ্যাগ্রো ইনডাস্ট্রিজ্ লিমিটেড্

"ডানকান হাউস," ৩১, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০১

দেবতার রুদ্ররোষ

অরঙ্গাবাদ, ১২ ডিসেম্বর—মা মনসার ক্রোধ উপশম করতে চাঁদ সদাগর যেমন মনসার পূজো দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, সুতী থানার হিলোড়া গ্রামের শিবুদাসী বেওয়া তেমনি মা দুর্গার রুদ্ররোষ থেকে নিজের সন্তানকে বাঁচাতে অকালে দুর্গা পূজো করতে বাধ্য হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

মহিলা বর্ণিত কাহিনীর উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন, ১৫ নভেম্বর ওই মহিলার পুত্র বিপদ সরদার গ্রামের একটি পুকুরে স্নান করতে গেলে একটি পাথর নাকি তার পায়ে ঠেকে এবং ভয়ে সে নাকি সিউরে উঠে। ডাঙায় উঠে সে নাকি অজ্ঞান হয়ে যায়। অনুরূপ ঘটনা আর একদিন নাকি ঘটে এবং তার মুখ দিয়ে নাকি গাঁজলা উঠতে থাকে। সেই রাতে তার মা শিবুদাসীকে মা দুর্গা নাকি স্বপ্ন দেন যে, ২৭ নভেম্বর নবান্ন উৎসবের দিন তাঁকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং একটি বছর সেই জায়গাতেই তাঁকে রাখতে হবে। এই ভাবে পর পর তিনবার তাঁকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অন্যথায় শিবুদাসীর বংশের কেউ নাকি বাঁচবে না। স্বামী-হারা ভূমিহীন দরিদ্র শিবুদাসী একরকম বাধ্য হয়ে নিজের একমাত্র পুত্র বিপদকে বিপন্মুক্ত করতে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে কোন রকমে পূজো দিয়েছেন। মা দুর্গার জন্য একটি ঘরও তাঁকে তৈরী করতে হয়েছে, যেখানে একটি বছর তাঁকে রাখা হবে। পুত্র বিপদ বর্তমানে ভাল আছে। রামচন্দ্রের অকালবোধনের পর সম্ভবতঃ এই প্রথম হিলোড়া গ্রামে মা দুর্গার আরো একবার অকালবোধন হল।

পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : কংগ্রেস আমলে তাদের জনসভায় বাস ও লরি করে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে লোক বয়ে নিয়ে যাওয়া হত। গত ২৬ নভেম্বর বহরমপুরে অনুষ্ঠিত ফ্রন্টের জনসভাতে একই নীতি অনুসৃত হতে দেখে অনেকে আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ছিলেন ওই সভার প্রধান বক্তা। জানা গেছে, বিভিন্ন রুট থেকে বাস তুলে নিয়ে ফ্রন্টের নেতারা সেগুলি নিজেদের কাজে লাগিয়েছেন। ফলে নিত্যযাত্রীদের অশেষ দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। অথচ নিয়মানুযায়ী আর টি এ-র বিশেষ অনুমতি ছাড়া রুট থেকে বাস তুলে অন্য কাজে ব্যবহার করা যায় না। বিষয়টি নিয়ে জেলায় জোর আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। যে সমস্ত বাস সেদিন নিয়ম ভেঙ্গে চলাচল করেছে তাদের নম্বর নীচে দেওয়া হোল : ডবলিউ জি কিউ ১২৬৫, ১২০২, ১২৪৬, ১২৭৩, ১২৫৯, ৯২৯, ৫০৫, ৯৭০, ৮৬৮৩, ৯০৮, ১৩১৭, ৮৪১২, ১১৭৯, ৫৫৯, ৪০২, ১৩৩৩, ১২৬০, ১৩৪১, ৮০০ এতগুলো বাসের যাত্রীদের সেদিন নাজেহাল হতে হয়েছে।

বন্যাত্রাণ তহবিলে দান

জঙ্গিপুর পুরসভার প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে ২০১ টাকা দান করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

তদন্তের ফল শূন্য ?

ধুলিয়ান, ১৩ ডিসেম্বর—সামসেরগঞ্জ ব্লকের কাঞ্চনতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের দিঘড়ি গ্রামে বন্যাত্রাণ নিয়ে দুর্নীতি সম্পর্কে সম্প্রতি বিডিও এবং দুর্নীতি দমন বিভাগ তদন্ত করেন। তদন্তকারী অফিসাররা স্থানীয় জনসাধারণের সামনে নাকি স্বীকার করেন যে, বন্যাত্রাণে ব্যাপক কারচুপি এবং ত্রাণসামগ্রী আত্মসাতের সুস্পষ্ট অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় জনসাধারণ আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেছেন, ক্ষমতাসীন একটি দলের কয়েকজন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত বলেই কি অভিযোগ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে? তদন্তের ফল কি তবে শূন্য হবে?

ডাক বিভাগের অব্যবস্থায়

সাগরদীঘি, ৫ ডিসেম্বর—আজিমগঞ্জ সাব পোষ্ট অফিসের অধীন সাগরদীঘির বালিয়া ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিসে বেতনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষকদের দিনের পর দিন হয়রান হতে হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রকাশ, আগে বেতন এলেই ওভারসিয়ার এসে সমস্ত টাকাই দিয়ে যেতেন। এখন ওভারসিয়ার না আসার দরুণ বেতনের জন্য শিক্ষকদের দারুণ দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। মনিগ্রাম ডাকঘরেরও একই অবস্থা। আগের তুলনায় মনিগ্রাম ডাকঘরের ক্যাশব্যাগের টাকার পরিমাণ অর্ধেক কমিয়ে দেওয়ায় সঞ্চয় আমানতকারী এবং মানি অরডারে টাকার প্রাপকরা হয়রান হচ্ছেন। আমানতকারীরা তাঁদের সঞ্চিত অর্থ ব্যাঙ্কে রাখছেন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষকদের কোন বিকল্প ব্যবস্থা নাই।

বিদেশী মুদ্রা আটক

ধুলিয়ান, ৬ ডিসেম্বর—ধুলিয়ান কাসটমস্ গতকাল জাতীয় সড়কের নিউ ফরাক্কা মোড়ে উত্তরবঙ্গের দিক থেকে আসা একটি লরির একজন যাত্রীর কাছ থেকে ৯ হাজার টাকার বাংলাদেশী মুদ্রা ও আট শ' টাকার ভারতীয় মুদ্রা উদ্ধার ও আটক করেন। যাত্রীটিকে গ্রেপ্তার করা হয়। জানা যায়, ধৃত ব্যক্তি মালদহ জেলার কালিয়াচক থানার ভগবানপুর গ্রামের বাসিন্দা।

ঘাটে পুলিশ নাই, পুলিশ চাই

নিজস্ব সংবাদদাতা : বেশ কিছুদিন থেকে জঙ্গিপুর—রঘুনাথগঞ্জ ফেরীঘাট দুটিতে অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই নৌকা চলাচল করতে শুরু করায় আবার নৌকাডুবির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বেশ কয়েকজন নাগরিক অভিযোগ করেছেন যে, একটি ডিঙ্গিতে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ২৪-২৫ জন যাত্রী চাপানো হচ্ছে। আগে ঘাট দুটিতে পুলিশ মোতায়েন থাকত বলে মাঝিরা বেশী যাত্রী নিতে পারতো না। রঘুনাথগঞ্জ থানা কর্তৃপক্ষ এখন সেই প্রহরা তুলে নেওয়ায় ভয়ঙ্কর অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। নাগরিকরা এ সম্পর্কে মহকুমা পুলিশ অফিসার ও জেলা পুলিশ সুপারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। একই সঙ্গে যাত্রীদেরও সতর্ক থাকতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ঠোঁটকাটার কলম :

গণতন্ত্র বনাম স্বৈরতন্ত্র

চিকমাগালুরের পরেই রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সমগ্র দৃষ্টি এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সমস্তিপুরে। কেন না, রাজনৈতিক পরিভাষায় এখানকার সমরাঙ্গণেও ছিল স্বৈরতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র। যদিও চিকমাগালুর রায় দিয়েছিল স্বৈরতন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষেই তবুও প্রতিপক্ষ বিভিন্ন যুক্তি খাড়া করে আত্মসমর্থনের চেষ্টা করেছিলেন। এমনও শোনা গিয়েছিল কর্ণাটক ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রদেশের কোন কেন্দ্র থেকেই নাকি শ্রীমতী গান্ধীর জয়লাভের আশা ছিল সুদূর পরাহত। ফলতঃ সমস্তিপুরের কাঁধে নিখুঁত বিচারের অনেকখানি দায়িত্বই এসে পড়েছিল।

রণনীতি হিসাবে দু'পক্ষই বেছে নিয়েছিলেন সুতীক্ষ্ণ আয়ুধ। নির্বাচনের সময়ে এবং আগে বড় বড় সংবাদপত্রে গণতন্ত্রী পক্ষের নির্বাচনী মূল 'ইস্যু' প্রকাশিত হয়েছিল—(১) জাতি ও সম্প্রদায়গত বিভাজন এবং আনুগত্য (২) বিহার সরকারের বর্তমান চাকরি সংরক্ষণ নীতি। এবারের নির্বাচনে মূল 'ইস্যু'ই ছিল এই সংরক্ষণ নীতি।

অন্যদিকে শ্রীমতী গান্ধী প্রকারান্তরে এই নীতির বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখে জনমন হরণের চেষ্টা করেছিলেন। (যদিও তাঁর মুখে এই ধরনের বক্তব্য শোভা পায় না। কেন না তিনি ভারতবর্ষের সর্বত্র দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা সোচ্চারে বলে বেড়াচ্ছেন।) কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সমস্তিপুর তাঁর দলকে সবুজ সংকেত থেকে বঞ্চিত করল। ফলে চিকমাগালুরে যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল সমস্তিপুরে তা থমকে গেল। জয়ী হলেন জনতা প্রার্থী অজিত মেহতা প্রায় ২৭ হাজার ভোটের ব্যবধানে। এই সংখ্যাটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং একটা সংসদীয় কেন্দ্রে এ ব্যবধান খুবই দুর্বল। পক্ষান্তরে উনিশশো সাতাত্তরের ঐতিহাসিক নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকেই বিহারের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকর্পূরী ঠাকুর ৩ লক্ষ ২৭ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন। অতএব বর্তমান পরিস্থিতিতে সমস্তিপুরে শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিন্‌হা পরাজিত হলেও এ কথা মানতে হবে যে, জনতা সরকার জনসাধারণের কাছে তার বিশ্বাসযোগ্যতা ও সেই সঙ্গে জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। অতএব গণতন্ত্রী বাক্‌পটুতায় দলীয় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ভবিষ্যতে ভস্মে ঘি ঢালারই নামান্তর হবে যদি না বাক্-সর্বস্বতা পরিত্যাগ করে প্রকৃত গণতান্ত্রিক কার্যপদ্ধতি বাস্তবে রূপায়িত না হয়। আজ এ কথা অনস্বীকার্য যে, রাজনৈতিক প্লাটফর্মে চিকমাগালুর আর কিছু নাই করুক শ্রীমতী গান্ধীর সমর্থকদের মিছিল বড় করার বেশ বড় রকম সাহায্য করেছে।

বন্যার্তদের জন্য নলকূপ

সাগরদীঘি, ১৩ ডিসেম্বর—লুথারান ওয়ারলড সারভিস কান্দী মহকুমায় বন্যার্তদের জন্য বড়োঞা ব্লকে ২৫টি, খড়গ্রামে ও ভরতপুরে ৫৫টি এবং কান্দী ব্লকে ২০টি নলকূপ বসিয়েছেন। সংস্থার জঙ্গিপুর শাখার জনৈক সুপারভাইজার এ খবর দিয়েছেন।

তিনি সত্যিই হতভাগ্য পিতা, নাকি প্রতারক ?

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

গাড়ীর চালকের হাত দিয়ে রায়গঞ্জ পাঠিয়ে বাকী অর্থ সংগ্রহের জন্য ফরাক্কায় আসেন। তিনি নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন এই কারণেই যে, দুর্ঘটনার পর রায়গঞ্জের উদ্ধারকারীরা তাঁদের সবস্ব অপহরণ করে। এ কথা তিনিই বলেছিলেন।

ফরাক্কায় তাঁর পরিচিত কে একজন লাহিড়ীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। ফরাক্কা ব্যারেজের এস কে মিত্র নামে একজন ওয়াংলেশ অপারেটারের চেষ্টায় শ'চারেক টাকা ওঠে এবং বহরমপুর থেকে বাকী এক বোতল রক্ত কিনে দেওয়ার জন্য মিত্র তাঁর সঙ্গে বহরমপুর রওনা হন। ঘটনাচক্রে আমিও তাঁদের সঙ্গে যে গাড়ীতে উঠি, 'প্রতারক সন্দেহ করায়, সেই গাড়ীতে দেখি ভদ্রলোকের সঙ্গে মিত্রের বচসা শুরু হয় এবং ভদ্রলোক মিত্রের কাছ থকে কোন রকম সাহায্য নিতে অস্বীকার করায় মিত্র ধুলিয়ানে নেমে যান।

ভদ্রলোক এবার চোখের জল মুছতে মুছতে কান্নাধরা গলায় আমাকে অনুরোধ করেন তাঁর পুত্রের রক্তের জন্য জামা কাপড় ভর্তি তাঁর সঙ্গের একটি চামড়ার ব্যাগ বন্ধক রেখে রঘুনাথগঞ্জের কারো কাছ থেকে ২০০ টাকা চেয়ে দিতে। আমি তাকে জঙ্গিপুর সংবাদ অফিসে নিয়ে আসি এবং সমস্ত শুনে জঙ্গিপুর সংবাদ সম্পাদক অনুত্তম পণ্ডিত ভদ্রলোককে ২০০ টাকা দিতে রাজি হন। এমন সময় বালক চন্দ্র নামে শহরের একজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে খবর পাওয়া যায় যে, এই ভদ্রলোক এক বছর আগে একই কাহিনী বলে বালকবাবুর কাছে টাকা চেয়ে নাকি ব্যর্থ হয়েছিলেন। সেবার দুর্ঘটনাস্থল ছিল রামপুরহাট, এবার রায়গঞ্জ। এই খবর রটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর লোক জড় হয় এবং ভদ্রলোককে থানা নিয়ে যাওয়া হয়। রঘুনাথগঞ্জ পুলিশের কয়েকজন অফিসার সমস্ত শুনে এবং মুর্শিদাবাদের ডি এম ও পুর্ণেন্দুবাবুকে রক্ত সাহায্যের জন্য লেখা ফরাক্কার সি এম ও পি সি দের চিঠি দেখে ভদ্রলোকের কাহিনী অভ্রান্ত ধরে নিয়ে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় ভদ্রলোককে শ'দেড়েক টাকা তুলে দিয়ে রাত্রি বারটা নাগাদ ছেড়ে দেন। ফলে রহস্য অনুদঘাটিতই থেকে যায়।

ভদ্রলোক আমাদের কাছে তাঁর নাম বলেছিলেন রমেন্দ্রকৃষ্ণ চৌধুরী, ঠিকানা—১৭, হরিসভা লেন, কলকাতা—৬০। দুর্ঘটনাগ্রস্ত প্রাইভেট কারের নম্বর ডবলিউ বি জি ৪২২২। তিনি নাকি বেহালার 'অভিজাত চৌধুরী পরিবার' ও 'বিশিষ্ট চৌধুরী কোম্পানী'র বড় ছেলে এবং আনন্দময়ী মা-এর শিষ্য। এই সূত্র ধরে কোন সহৃদয় পাঠক কি আমাদের জানাতে পারেন, ভদ্রলোক সত্যিই হতভাগ্য পিতা, নাকি একজন প্রতারক ?

ডাকাতি-গ্রেপ্তার-গুলি বন্দুক অপহরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি থানার তেলাঙ্গল গ্রামে অশোক দলই-য়ের বাড়ীতে ডাকাতির অভিযোগে সাগরদীঘি পুলিশ এ পর্যন্ত বীরভূম জেলার নলহাটী ও লোহাপুর এলাকার দু'জন কুখ্যাত ডাকাতসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং অপহৃত টাকার মধ্যে ৯০০ টাকা উদ্ধার করেছে। ২৭ নভেম্বর সংঘটিত এই ডাকাতির ঘটনায় প্রায় চার হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয় এবং বোমার ঘায়ে একজন গ্রামবাসী জখম হন বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

পুলিশ সূত্রের আর একটি খবরে প্রকাশ, ৫ ডিসেম্বর রাত্রে ফরাক্কা থানার চাঁদর গ্রামে শঙ্কর ভকতের বাড়ীতে একদল ডাকাত হানা দিয়ে কিছু জিনিসপত্রের সঙ্গে একটি বন্দুক অপহরণ করেছে। গ্রেপ্তার অথবা অপহৃত বন্দুক উদ্ধারের কোন খবর নাই।

সাগরদীঘি থেকে পাওয়া আর একটি খবরে জানা গিয়েছে, নাচনা গ্রামে পুরনো দলাদলিকে কেন্দ্র করে ৮ ডিসেম্বর অবস্থা চরমে পৌছলে একজন গ্রামবাসী কয়েক রাউণ্ড গুলি চালান। ফলে একজন তীরন্দাজ আহত হন। তাঁরা তীর-ধনুক নিয়ে বন্দুকের মালিককে ঘিরে ফেললে গুলি চালনার ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ অফিসারদের ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর এখন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে বলে জানা গেছে।

বিদ্যুৎ চুরিঃ সাগরদীঘি ব্লকের মনিগ্রামে বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগে রঘুনাথগঞ্জের বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি একজন গ্রামবাসীকে হাতেনাতে ধরেন এবং মুচলেকা লিখিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

স্বার্থবিরোধী বিল

আগষ্ট মাসে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী রবীন্দ্র ভারমা লোকসভায় শ্রমিক স্বার্থ-বিরোধী যে কালা বিল পেস করেছেন, তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এবং অবিলম্বে ওয়েজ কমিটির সুপারিশ প্রকাশ ও চালু করার দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয় ৮, ৯, ১০ ও ১১ ডিসেম্বর যথাক্রমে বহরমপুর, কান্দী, রঘুনাথগঞ্জ, ধুলিয়ান ও ফরাক্কায়। সভাগুলিতে বন্যাকবলিত মুর্শিদাবাদ জেলাসহ রাজ্যের বন্যা-বিধ্বস্ত জেলাগুলির পুনর্গঠন ও স্থায়ী বন্যা প্রতিরোধের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়। কান্দীর বন্যাপীড়িত কর্মীদের জন্য ইউনিয়নের পক্ষ থেকে দাবি জানিয়ে অক্টোবর মাসে ত্রিপল বণ্টনের ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত সেই ত্রিপল বিলি না হওয়ায় কর্মীদের ক্ষোভের কথা উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়াও শ্রম সম্পর্কে কালা বিলের স্বরূপ উন্মোচন করে দেখানো হয় কিভাবে ওই বিলের মাধ্যমে ধর্মঘটসহ অন্যান্য ট্রেড ইউ-নিয়নগত অধিকার অত্যন্ত সুকৌশলে হরণ করে জনতা সরকার শ্রমিক শ্রেণীকে বাঁচার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। —প্রাপ্ত

খেলার খবর

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি স্পোরটস এসোসিয়েসন আয়োজিত নক্ আউট ফুটবল টুরনামেনটের ফাইনালে উঠেছে রাজ্য সশস্ত্র পুলিশের বর্ধমানের সাতগ্রাম শাখা এবং নদীয়ার কালীনারায়ণপুর সুহৃদ সংঘ (বয়েজ)। ১৭ ডিসেম্বর ফাইনাল খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে।

রঘুনাথগঞ্জ যুবক সংঘ পরিচালিত নক্ আউট ফুটবল টুরনামেনটের ফাই-নাল খেলা ২৪ ডিসেম্বর ম্যাকেনজি পারক ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে। খেলায় অংশ নেবে গোফুরপুর ভ্রাতৃ সংঘ ও অগ্নিফৌজ ক্লাব।

ডাহাপাড়ায় আরো ট্রেন

পূর্ব রেলের বি এ কে রেলপথের ডাহাপাড়া ধাম ষ্টেশনে পয়লা নভেম্বর থেকে ৩৩৩ আপ হাওড়া—ভাগলপুর ও ৩৪৬ ডাউন হাওড়া—বারহারোয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেন দুটি থামছে।

আত্মসাতের অভিযোগ

সাগরদীঘি, ১৩ ডিসেম্বর—মনি-গ্রামের এক খবরে প্রকাশ, পঞ্চায়েত সমিতির তিনজন সদস্যের বিরুদ্ধে গাদি বিলের এফ এফ ডবলু স্কীমের টাকা ও গম আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ে তাঁরা নাকি ৬৭৫ টাকা জরিমানা দিতে রাজী হয়ে রেহাই পেয়েছেন।

স্কুটার বিক্রী

চালু অবস্থায় একটি রাজদূত স্কুটার বিক্রী আছে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন। —অনিল কর্মকার
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা
(মুর্শিদাবাদ)।

মিত্র বস্ত্রালয়

রঘুনাথগঞ্জ, দরবেশপাড়া
(মুর্শিদাবাদ)
ধুতি, শাড়ি, শার্টিং, কোটিং,
রেডিমেড ও শীতবস্ত্র সুলভ মূল্যে
পাওয়া যায়।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের
জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

ঊষা হার্ডওয়ার ষ্টোর
স্থান পরিবর্ত্তন : রেডক্রশের পাশে
বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ
হলার, যাঁতা, ঘানি, মেশিনারী
দ্রব্য বিক্রেতা।

শ্রীগুরু হোমিও হল
ডাঃ ডি, এন, চ্যাটার্জ্জী, ডি, এম, এস
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ
মুর্শিদাবাদ
সর্বপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ও
বায়োকেমিক ঔষধ বিক্রয় হয় এবং
যে কোন ব্যাধিগ্রস্ত (Acute or
Chronic) রোগীর চিকিৎসা হয়

বীজের জন্য কৃষকদের হয়রানি

সাগরদীঘি, ৬ ডিসেম্বর—এই ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের চাষীদের বীজের জন্য নানাভাবে হয়রান হতে হচ্ছে। সম্প্রতি বালিয়া এলাকার চাষীরা বীজের জন্য ব্লক অফিসে এসে সনাক্তকারী সদস্যের অনুপস্থিতির দরুণ অযথা হয়রান হয়ে ফিরে গিয়েছেন বলে জানানো হয়েছে।

এ পক্ষের চাষবাস

এ পক্ষের চাষবাস

(১৬ই অগ্রহায়ণ—৩০শে অগ্রহায়ণ)

গম ঃ

এ পক্ষেও নাবি জাতের গম বোনা যাবে। এখন কেবল সোনালিকা ও জনক জাতের গম বুনুন। একর পিছু গমের বীজ লাগবে ৩৫-৪০ কেজি। জমি তৈরীর সময় একর প্রতি ২০ কেজি হারে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ দিয়ে ভালভাবে জমি তৈরী করুন। গত পক্ষে বোনা গমের ক্ষেতে বীজ বোনার ২১ দিন পরে একরে ২০ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে দিয়ে প্রথমবার সেচ দিন।

আলু ঃ

বীজ বসানোর ৩-৪ সপ্তাহ পরে গাছ ১০-১৫ সে.মি. লম্বা হ'লে একর পিছু ২০ কেজি হারে নাইট্রোজেন দিয়ে ভেলী বেঁধে দিন। এখন আলুর জমিতে সপ্তাহে একবার সেচ দিন। জলাদ ধসা রোগ প্রতিরোধের জন্য এ পক্ষের শেষের দিকে প্রতি লিটার জলে ৩ গ্রাম থাইরাম বা ডাইমিথাইল ডাইথায়োকার্বামেট (যেমন জাইরাইড) বা ইথেনেল বিস বা ডাইমিথাইল ডাইথায়োকার্বামেট (যেমন ডাইথেন) জেড-৭৮ বা হেক্সাথেন বা ম্যাঙ্গানিজ ইথেনেল বিস ডাইথায়োকার্বামেট (যেমন ডাইথেন এম-৪৫) বা ক্যাপটান (৮০%) বা ১ গ্রাম ফলটন (যেমন ডাইফোলাটান) মিশিয়ে পাতার দু'দিকে ও ডাঁটায় ১৫ দিন পর পর ভালভাবে ছিটান।

ধান ঃ

এ পক্ষের মধ্যে বোরো ধানের বীজতলা তৈরীর কাজ শেষ করুন। আগের তৈরী বীজতলায় বীজ বোনার ৩ সপ্তাহ পরে প্রতি দশ শতক বীজতলায় ১ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে দিন। বীজতলায় রোগের আক্রমণ কমানোর জন্য প্রতি লিটার জলে ২½ গ্রাম ক্যাপটন (৮০%) বা ম্যাঙ্গানিজ ইথেনেল বিস ডাইথায়োকার্বামেট (যেমন ডাইথেন এম-৪৫) বা ইথেনেল বিস ডাইথায়োকার্বামেট (যেমন ডাইথেন জেড-৭৮, ব্লাইজিন, হেক্সাথেন, ইউনিজেব ইত্যাদি) অথবা ১ গ্রাম ফলটন (যেমন ডাইফোলটান) মিশিয়ে বীজতলায় ছিটান। বীজতলায় ঝলসা রোগ দেখা দিলে ১ লিটার জলে ১ মি.লি. হিনোসান বা ২½ মি.লি. ডাইথায়োকার্বামেট (যেমন কুমানএল) মিশিয়ে ছিটান।

আখ ঃ

এ পক্ষেও আখ লাগাতে পারেন। আখের জন্য জমি তৈরীর সময় সার লাগবে একরে ২৪ কেজি হারে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ। আখের টুকরো বসানোর আগে নালায় সার দিয়ে তা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নিন।

অন্যান্য ফসল ঃ

এ পক্ষেও বাঁধাকপি, ওলকপি, বীট, গাজর, লংকা ইত্যাদি সব্জীর চারা বা বীজ লাগাতে পারেন।

ভারত-জার্মান
সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প
১২ বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭১

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

একটি তারার পাঁচটি ফলক

ফসল তোলার ক্ষেত্রে

★ বর্গাদার-পাট্টাদারদের স্বার্থ রক্ষা করুন

★ স্থানীয় ভূমি-সংস্কার আধিকারিকদের নিকট সমস্যাদির কথা বলুন

★ বিরোধ-বিসম্বাদ আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নিন

★ নির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতির সাহায্য নিন

★ ঐক্যবদ্ধ শক্তির দ্বারা মাঠে মাঠে শান্তি ও আইন বজায় রাখুন

সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য
পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

দুর্বল শ্রেণীর নিরাপত্তার জন্য
পশ্চিমবঙ্গ সরকার॥

[মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত]

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর ?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। লানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা
নিউ দিল্লী